[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

আসামিদের মধ্যে এন আই এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারা, ৪২০ ধারাসহ বিভিন্ন মামলার আসামি রয়েছেন।

আজ বুধবার (১৯ অক্টোবর) সকালের দিকে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ আসামিকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ৮ জেলার ডাকাত সর্দার সহ ৬ ডাকাত গ্রেফতার

৮ টি জেলা ডাকাত দলের সর্দারসহ ৬ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশ। পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নেতৃত্বে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগ, সদর ও গাংনী থানা পুলিশ যৌথ এই অভিযান পরিচালনা করে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত ডাকাতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের হামিদ মালিথার ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৫), কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার শিমুলিয়া ডাঙ্গীপাড়া এলাকার আজিমুদ্দীনের ছেলে আলতাফ মন্ডল (৬০), কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বোয়ালদহ গ্রামের অক্ষর মন্ডলের ছেলে সোহেল হোসেন (৩৫), মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের মুকুল জোয়ার্দ্দারের ছেলে আরিফুল ইসলাম ওরফে খোকন ওরফে প্রতীক (২৮), চুয়াডাঙ্গা জেলা আলমডাঙ্গা উপজেলার বড়বোয়ালীয়া গ্রামের আব্দুল মান্নান ওরফে মনা বাগের ছেলে সালাউদ্দীন (৪০), মেহেরপুর সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে তরিকুল ইসলাম ও কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার নদপাড়া গ্রামের তাছের বিশ্বাসের ছেলে শাহাজামাল (৩৪)। শাহাজামালের কাছে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত স্থানীয় একটি পত্রিকার

পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে।

গ্রেফতারকৃত আলতাফ হোসেন মন্ডল আশে পাশের ৮ টি জেলায় ডাকাতির সর্দার বলে জানা গেছে। এছাড়া গ্রেফতারকৃতরা বাকি ৫ জন সবাই আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য।

সাংবাদিক পরিচয়ে সাহাজামালের নামে কুষ্টিয়া মিরপুর, রাজবাড়ি সদর ও কালুখালি, গাংনী থানাসহ বিভিন্ন থানায় ডাকাতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে ৬ টি মামলা রয়েছে।

ডাকাত দলের সর্দার আলতাফ হোসেনের বিরুদ্ধে রাজবাড়ি সদর থানা, কালুখালি থানা, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানা ও গাংনী থানায় চুরি, ডাকাতি ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মোট ৬ টি মামালা রয়েছে।

আরিফুল ইসলাম ওরফে খোকনের নামে গাংনী থানা, মুজিবনগর থানায়, চুরি ডাকাতি, ছিনতাই, নারীনির্যাতনসহ ৬ টি মামলা রয়েছে।

আসামি সালাউদ্দীনের নামে ঝিনাইদহ সদর থানা, গাংনী থানা, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদ্রকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনসহ একাধিক অভিযোগে ৭ টি মামলা রয়েছে।

আঞ্চলিক সর্দারসহ ৬ ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি মিনি ট্রাক যার নং কুষ্টিয়া ন-১১-০২৯৩), বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীর ৬ টি মোবাইল ফোন, তিনটি রামদা, একটি গাছ কাটা করাত, নগদ ১০ হাজার টাকা, হাফ প্যান্ট, গামছা ও একটি সাংবাদিকের পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আজ রবিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা ১২ টার সময় স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফ করে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, গাংনী থানার গত ১ সেপ্টেম্বর রাতে দেবিপুর-কল্যাণপুর মাঠে, ২৪ সেপ্টেম্বর দেবিপুর-করমদি মাঠে ও ১৩ অক্টোবর ছাতিয়ান-কামারখালি মাঠের মধ্যে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় পুলিশ অভিযান শুরু করে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে

পুলিশ প্রথমে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের তরিকুল ইসলামকে গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বাকি ৫ জন আসামিকে শনিবার দিনভর আজ রবিবার ভোররাত পর্যন্ত কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৮

মেহেরপুর পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ৮ আসামি গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৬ জন, সদর থানা পুলিশের অভিয়ানে ১ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাতভর জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) সাইফুল আলমের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব গ্রেফতার করেন।

গ্রেফততারকৃতদের আসামিদের আজ রবিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ২৫ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল সহ শিমুল রানা(২২)নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

সোমবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে গোপন সাংবাদে ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মাদক ব্যবসায়ী শিমুলকে আটক করে পুলিশ।

এ সময় তার স্বীকারোক্তিতে তার নিজের রান্না ঘরের ভিতরে বস্তার মধ্যে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ২৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে পুলিশ। আটক মাদক ব্যবসায়ী শিমুল মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের দারিয়াপুর গ্রামের ঘোষপাড়ার রহিদুল ইসলামের ছেলে।

মুজিবনগর থানা সূত্রে জানা গেছে গোপন সংবাদের উপর ভিত্তি করে মুজিবনগর থানা ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেলের নির্দেশে ও নেতৃত্বে এসআই সাহেব আলী, এসআই সাইদুর রহমান, এস আই সেকেন্দার আলী এবং এ এস আই শিহাব উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স এই অভিযান পরিচালনা করেন।

ওসি মেহেদি রাসেল জানান মাদকবিরোধী অভিযানে সোমবার রাত সাড়ে নটার দিকে অভিযান চালিয়ে শিমুল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ২৫ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল সহ আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে মঙ্গলবার বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুরে আবারও অভিযান চালিয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও মুজিবনগর থানা পুলিশ। এসময় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে সাদ্দাম হোসেন (৩০) নামের এক

যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক সাদ্দাম হোসেন আব্দুর রশিদ সর্দারের ছেলে।

মঙ্গলবার রাত ১১ টার দিকে ডিবির ওসি সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সাদ্দামের ব্যবহৃত চারটি এনড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে পুলিশ তাকে আটক করার আগেই টের পেয়ে সে পালাতে না পারলেও জুয়ার সাইট ব্যবহার করা অ্যাপগুলো আগে থেকে আনস্টল করে দেয়।

বুধবার দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তার কাছে থেকে একটি জুয়ার এজেন্ট নাম্বার উদ্ধার করা হয়েছে। পরে বিকালে তাকে মুজিবগরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। এসময় সাদ্দাম হোসেনের ৭দিনের পুলিশি রিমাণ্ড আবেদন করা হয়েছে। পরবর্তি শুনানির দিন রিমাণ্ডের আবেদন শুনানি হবে।

মেহেরপুর ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, আটক সাদ্দাম হোসেনের ৭ দিনের পুলিশি রিমাণ্ড চেয়ে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এনিয়ে পুলিশ গত এক মাসে জুয়ার সাথে জড়িত ৬ জনকে আটক করলো। তারা হলেন বদরুদ্দোজা রয়েল, নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী, মোস্তাফিজুর রহমান সুমন এবং সাদ্দাম হোসেন।

আর পড়ুন: মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

তবে পুলিশের এজাহার ভুক্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা অনলাইন জুয়ার মামলার ১৫ আসামি এখনো অধরা রয়েছেন। গত ২৫ আগস্ট তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মামলা দায়েরের দেড় মাস হতে চললেও ওই ১৫ জনের কেউ এখনো আটক হয়নি। ফলে অনলাইন জুয়া কার্যক্রম তারা বিভিন্ন স্থান থেকে চালিয়ে যাচ্ছে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২৪ আগস্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েলকে আটক করার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জড়িত নাম স্বীকার করে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আরও পড়ুন: ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

কোমরপুর গ্রামের সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান ওরফে নবাব, গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, বিল্লাল

গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের ছেলে শামীম, একই গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

মাস্টার মাইণ্ড খ্যাত বেশ কয়েকজন এখনো ধরাছোয়ার বাইরে রয়েছেন। যাদের নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে গত দুই পর্বে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। সম্প্রতি আটক সাদ্দাম হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশিত অনলাইন জুয়ার হোতাদের একজন প্রশিক্ষিত মাস্টার এজেন্ট বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে তথ্য রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রাশিয়ায় পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের কয়েকজন জনপ্রতিনিধি, কয়েকজন শীর্ষ ছাত্র নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা।

আরও পড়ুন: মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল একের পর এক অনলাইন জুঁয়ার দূর্গে হানা দেওয়া শুরু করেছেন। এদিকে ডিবির অভিযানে ওই দুই জুয়াড়ি গ্রেফতারের পর বাকিরা এলাকা থেকে গাঁ ঢাকা দিয়েছে বলে জানান ডিবি পুলিশের একটি সুত্র।

গোয়েন্দা সংসস্থার মতে, মেহেরপুর জেলাতে কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছেনা অনলাইন জুয়ার। রাতারাতিই কোটিপতি বনে যাচ্ছেন অনেকে। জুয়াড়িরা বিভিন্ন অ্যাপস ও সাইট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন গেমিং বেটিং বা বাজি খেলার সাইটে জুয়ায় মেতে উঠেছে।
বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত। এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছেন। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।
জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, মেল বেট, লাইন বেটসহ বেশ কয়েকটি সাইটের মাধ্যমে এ জুয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

আরও পুড়ুন: অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

সুত্রটি জানান, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

এছাড়া মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত সম্পদের পরিমান। আগামীতে অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইণ্ড হিসেবে যারা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের সম্পদের বিস্তারিত নিয়ে প্রকাশ করা হবে। (চলবে…)

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৯ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুুরে পুলিশের গত ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে এনআই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ ১৯ জন গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে এআই মামলায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্তসহ ৫ জন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নন জিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত একই পরিবারের ৩ ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে ১১ আসামি রয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত ভর ও আজ রবিবার (২ অক্টোবর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানা পুলিশের গ্রেফতারকৃতরা হলেন, ৪২০/৪০৬ ধারায় দায়ের করা ৪০৬/২১ নং মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি এ উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে বিল্লাল হোসেন, জমি জমা জাল করার সিআর ৮৩/২২ মামলার আসামি ভাটপাড়া গ্রামের খোরশেদ আলী মন্ডলের ছেলে হারেজ মন্ডল, চাঁদাবাজির অভিযোগে গাংনী থানায় দায়ের করা নিয়মিত মামলা নং ২০, তারিখ ২১/০৯/২২ এর আসামি বানিয়াপুকুর গ্রামের আসেল উদ্দীনের ছেলে রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া থানায় এনআই এ্যাক্ট ১৩৮ ধারায় দায়ের করা মামলা নং ১১২১/২১ নং মামলার আসামি গাংনী শহরের খলিল উদ্দীনের ছেলে সালাউদ্দীন ও এনআই এ্যাক্টে দায়ের করা মামলা নং ৩২২৩/১৯ নং মামলায় ৬ মাসের কারাদন্ড ও দেড় লাখ টাকা জরিমানা সাজাপ্রাপ্ত আসামি জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে সাহার আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আতিক, এসআই মাসুদ, এসআই রাতুলসহ অন্যান্য অফিসার ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

এদিকে মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে পারিবারিক কলহের জের ধরে দায়ের করা নন জিআর মামলা ৪/২২ এর আসামি জয়পুর গ্রামের রবিউল ইসলাম, তার স্ত্রী আনজিরা খাতুন ও ভাই শুকুর আলীকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক, এসআই উত্তম কুমার ও এএসআই আব্দুল আলীমসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

এছাড়া সদর থানা পুলিশের অভিযানে সদর থানায় নিয়মিত মামলা নং ১ তারিখ ০১/১০/২০২২ আসামি দক্ষিণশালিকা গ্রামের মৃত জসিম উদ্দীনের ছেলে ইমাদুল ইসলাম, হেরোইন বিক্রির অভিযোগে নিয়ামিত সদর থানার মামলার আসামি গোভীপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে লিখন হোসেন, লিয়াকত আলীর ছেলে শরিফুল ইসলাম, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলা ১১৪/২২, আর ৪০৫/২২, পি ৪০৯/২২ মামলার আসামি আমঝুপি গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মৃত মহসীন আলীর ছেলে লইতু, তার ছেলে সিআর ১১৪/২২ পি—৪১০/২২ আর ৪০৯/২২ নং মামলার আসামি মো: হাসান, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার আসামি আশরাফপুর গ্রামের মৃত খাদেমুল ইসলামের ছেলে খাদিমুল ইসলাম, সিআর ১৭৬//২২ মামলার আসামি পিরোজপুর গ্রামের গোলাম খাঁর ছেলে আব্দুর রশিদ, সিআর ২৬২/২২ পি—৪১৩/২২ নং মামলার আসামি মেহেরপুর শহরের পৌর কলেজপাড়া এলাকার ফিরোজ উদ্দীনের ছেলে শওকত ওসমান ও তার ভাই সিআর ২৬৯/২২, পি—৪১২/২২ মামলার আসামি উজ্জল হোসেন ও পারিজারি আইনে ১৩/২২ আর—৪১০/২২, পি ৪১৪/২২ নং মামলার আসামি কুতুবপুর গ্রামের আমির উদ্দীনের ছেলে জহিরুল ইসলামকে গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদধী রাসেলের নির্দেশে পুলিশের একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করে।

আজ রবিবার (২ অক্টোবর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

গাংনীতে পুলিশ সদস্যদের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নওদা আজমপুর গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের স্ত্রী।

লাশের পাশে থাকা ব্যাগে থেকে উদ্ধারকৃত মোবাইল নং ধরে কল করে তার পরিচয় উদ্ধার করেন সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম।

ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, মোবাইল ফোনে তার পারিবারের লোকজন জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে পারিবারিক কলহের জের ধরে মালেকা বেগম চলে এসেছে।তারপরেও পরিবারের লোকজন এসে সনাক্ত না করা পর্যন্ত বিষয়টি পরিস্কার করা যাবেনা।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ২ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলার ১ ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আজ শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত পৃথক দুটি অভিযানে এই দুইজন আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।